‘রাজনীতি স্রোতের মতো। সে যেতে যেতে গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে। রাজনীতি থেকে সরে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। বিএনপি থেকে সরে যাওয়াটা কি সম্ভব? আমিই তো বিএনপি’

মাহী বি চৌধুরী *এমপি*

বিটিভি তাদের রেটকার্ডে লিখেছে সন্ধ্যা সাতটা থেকে অধিবেশন চলার পুরো সময়টাই পিক আওয়ার। সাপ্তাহিক ২০০০-এর ২৬ জুলাই ২০০২ তারিখের সংখ্যায় বিটিভির এই রেটকার্ডের ওপর ভিত্তি করেই হিসাব দেখানো হয়েছিল। কিন্তু বিটিভির প্যাকেজ নীতিমালায় রাত সাড়ে আটটা থেকে রাত দশটার ইংরেজি সংবাদের পূর্ব পর্যন্ত ছাড়া অন্য সময়ের বিজ্ঞাপনের জন্য ৭০% রেয়াত দেয়া হয়েছে। মাহী চৌধুরীর লাভ এবং বিটিভি’র ক্ষতির হিসাবে এই রেয়াতের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি। রেয়াতের হিসাব দেখানো হলে পিক অফ পিক জটিলতায় মাহীর ওপর দায় বর্তায় না। রাজনীতিবিদ মাহী মিডিয়া ব্যবসায় এসে নানা কারণে আলোচিত হচ্ছেন। বিটিভির কাছে চার ঘন্টা সময় চেয়ে পেয়েছেন এক ঘন্টা। প্রতি শনিবার রাত সাড়ে আটটা থেকে ‘আনন্দঘন্টা’ প্রচারিত হচ্ছে। এছাড়াও ‘ইচ্ছাপূরণ’ ‘গান থেকে গানে ভালোবাসার টানে’, ‘গণকটুলি সেবাসংঘ’, ‘ফিফটি ফিফটি’, ‘ওপেনটি বায়েস্কোপ’ প্রভৃতি নামেও অনুষ্ঠান তৈরি করেছেন মাহী। এই অনুষ্ঠানগুলো ইতিমধ্যে বিটিভিতে প্রচার হওয়ার কথা ছিল। বিটিভির গাইডে অনুষ্ঠানগুলোর নামও আছে। কিন্তু প্রচার হচ্ছে না এই অনুষ্ঠানগুলো। কারণ বিটিভি কিছু বলছে না, মাহীও কিছু জানে না। তবে বোঝা যাচ্ছে রাজনৈতিকভাবে মাহী বেশ চাপের মধ্যে আছেন। মূলত বি. চৌধুরীর পদত্যাগের পর থেকেই এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। টিভি অনুষ্ঠান এবং রাজনীতির নানাবিধ দিক নিয়ে মাহী চৌধুরীর সঙ্গে কথা হয়েছে সাপ্তাহিক ২০০০-এর। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **রুহুল তাপস**

সাপ্তাহিক ২০০০ : সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে হঠাৎ করেই হৈ চৈ করে ব্যবসায় চলে এলেন— কারণ কী?

মাহী বি চৌধুরী : আমি আপনাদের সামনে বারবার আসছি সেই কারণে মনে হচ্ছে হঠাৎ করে ব্যবসায় ঢুকে পড়লাম। আসলে ব্যবসায় আমি সব সময়ই ছিলাম। আগে যতটুকু ছিলাম তারচেয়ে আমার ব্যবসা বাড়েনি এখন। কোনো সেক্টরের ব্যবসাই বাড়েনি। তবে রাজনীতিতে আসার কারণে ফ্লাশ হয়েছে বেশি। আমি আলোচিত থাকায় আমার সবগুলো কাজই আলোচনার মধ্যে চলে আসে। এছাড়া আমি তো নির্বাচনে আসার আগে থেকেই মিডিয়াতে কাজ করতাম। সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমি টেলিভিশনের কিছুটা সময় নিয়েছি। নিয়মানুযায়ী সময় নিয়ে অনুষ্ঠান চালাচ্ছি। টিভিতে অনুষ্ঠান কিন্তু আসলে বড় ব্যবসা নয়। হয়তো এটা আমি করতে গিয়েছি বলেই অনেকের কাছে মনে হয়েছে এটা বিশাল ব্যবসা।

২০০০ : আপনি যখন টেলিভিশন থেকে সময় নিতে গেলেন তখন নানা রকমের কথা আসে। আপনি প্রেসিডেন্টের ছেলে, আপনার রাজনৈতিক পরিচয় আছে। আপনি বিটিভি’র কাছে সময় চেয়েছেন, পেয়েছেনও। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সময় নিয়েছেন এ অভিযোগ ওঠা তো স্বাভাবিক...

মাহী বি চৌধুরী : আমি তো বলব আমি প্রভাব খাটিয়ে সময় নেইনি। তবে কেউ যদি মনে করেন জোর করে নিয়েছি তার পেছনে হয়তো কোনো কারণ আছে। তবে বলতে পারেন আগে তো বিটিভিতে আমার প্রোগ্রাম যায়নি। বলাটাই স্বাভাবিক হঠাৎ করে পেলেন কিভাবে? সেটা কি জোর করে? হঠাৎ করে অনুষ্ঠানের জন্য সময় পাওয়াটার পেছনে জোর করার ব্যাপার ছিল না। অনুষ্ঠান চালানোর জন্য ভালো অনুষ্ঠানই দিচ্ছিলাম, দেয়ার কথাও ছিল, সে জন্যই সময় পেয়েছি। টেলিভিশনে এক ঘন্টার নাটক, এক ঘন্টার অনুষ্ঠান অনেকেই বানাচ্ছে। এজন্য মাহী চৌধুরীর এমপি হওয়া, রাষ্ট্রপতির পুত্র হওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তারপরও যেহেতু আমি রাষ্ট্রপতির ছেলে ছিলাম, সরকারি দলের সংসদ সদস্য সেজন্যই আমার ১ ঘন্টার অনুষ্ঠান নেয়াটা বেশি আলোচিত হয়েছে। আপনি যদি দেখেন

বাংলাদেশের দশ বছরের ইতিহাস, দশ বছরে কতোগুলো ব্যক্তি, কতোগুলো কোম্পানি এক ঘন্টার সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান নিয়েছে তাহলে বিষয়টি বুঝবেন।

২০০০ : আপনার বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ। সাবেক তথ্য মন্ত্রী ড. মঈন খান আপনাকে সময় দিতে রাজি হননি। রাজি না হওয়ার কারণে আপনার প্রভাবে তাকে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে অন্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিতে হয়। অভিমানে তিনি বেশ কয়েকদিন মন্ত্রণালয়েও যাননি...

মাহী বি চৌধুরী : এতো ক্ষমতাশালী মনে হয় আমি কোনো কালেই ছিলাম না। মঈন খান সাহেবকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করি। তিনি আমাকে খুবই পছন্দ করেন। তার সঙ্গে আমার কয়েকবার টেলিভিশন অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কখনই তিনি আমাকে অনুষ্ঠান করতে বারণ করেননি। বিটিভিতে তো আরো মানুষ অনুষ্ঠান করছে। এবং বিএনপি'র লোকজনই অনুষ্ঠান করছে। প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটা চিন্তা করেন। বিএনপি'র বিশজন লোক অনুষ্ঠানের বিষয়ে গেলে আমার অনুষ্ঠানটির অগ্রাধিকার তো বেশি থাকবে। তবে তা রাষ্ট্রপতির পুত্র হিসেবে নয় বা এমপি হিসাবে নয়। বরং 'সাবাস বাংলাদেশ'-এর নির্মাতা হিসেবে। সেদিক থেকে আমি অগ্রাধিকার পাবো। আর এক ঘন্টারই তো একটা অনুষ্ঠান আমাকে দিচ্ছিল সেই সঙ্গে অনেককেই দিচ্ছিল। মঈন খান সাহেবের সঙ্গে আমার কখনই অনুষ্ঠান নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি।

২০০০ : পরে সময় কীভাবে পেলেন? আপনি সম্ভবত চার ঘন্টা চেয়েছিলেন?

মাহী বি চৌধুরী : প্রথমে আমরা বিটিভিতে অনুষ্ঠান জমা দেই। একটা প্রস্তাবনার মাধ্যমে আমরা জানাই এই সময়টা এই অনুষ্ঠানের জন্য চাচ্ছি। প্যাকেজ অনুষ্ঠানটা কেউ অফ পিক আওয়ারে চায় না। এখন অবশ্য পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্নতর। প্যাকেজ অনুষ্ঠান সবাই পিক আওয়ারে চায়। অর্থাৎ সাড়ে আটটা থেকে ইংরেজি সংবাদের আগ পর্যন্ত। আমি সপ্তাহে চার দিন সময় চেয়েছিলাম। আমি দরখাস্ত করেছিলাম। চার ঘন্টাই যে পাব তা চিন্তা করে নয়। সবসময়ই একটু বেশি চাইতে হয়। বেশি চাইলে কিছু না কিছু পাওয়া যায়। এই হিসাব করে চেয়েছিলাম। তখন প্রস্তাবনা দিয়েছিলাম আমরা 'আনন্দঘন্টা' সাপ্তাহিকভাবে চালাতে চাই। সপ্তাহে তিনদিন অথবা চার দিন। একুশে টিভির বন্ধন নাটকটিও কিন্তু সপ্তাহে তিন দিন প্রচার হতো। সেই প্রেক্ষিতেই আমরা চেয়েছিলাম। বিটিভি থেকে বলা হলো সপ্তাহে একদিন দেয়া হবে। যদি দর্শকপ্রিয়তা পায়, অনুষ্ঠানের মান ভালো হয় তবে পরবর্তীতে আরো সময় দেয়া হবে। একবারে চার ঘন্টা সময় দেয়া হবে না। তথ্য মন্ত্রণালয়ে কারো সঙ্গে কখনও আমার কথা হয়নি, হয়েছে বিটিভির সঙ্গে।

২০০০ : আপনার কথা অনুযায়ী পিক আওয়ার রাতের বাংলা সংবাদের পর থেকে ইংরেজি সংবাদের আগ পর্যন্ত?

মাহী বি চৌধুরী : আমার কথা অনুযায়ী নয়। এটাই বাস্তব। পিক আওয়ার বলে বিটিভিতে কোনো কিছু চিহ্নিত করা হয়নি। তবে বাস্তবে যেটা বললাম সাড়ে আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত এই সময়টা পিক আওয়ার। দর্শক সে সময় অনুষ্ঠান বেশি দেখে। কিন্তু বিটিভি এই বিষয়টি মানতে রাজি নয়। এজন্য তারা বলে সন্ধ্যা সাতটা থেকে পুরো সময়টাই পিক আওয়ার। বিজ্ঞাপনের রেট প্রতি মিনিট ষাট হাজার টাকা। কিন্তু আসলে বিটিভিও জিনিসটা স্বীকার করে নিয়েছে যে রাত সাড়ে আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত প্যাকেজের জন্য পিক আওয়ার। এবং সেই জন্যই বিটিভি প্যাকেজ নীতিমালায় এই সময়টার মধ্যে অনুষ্ঠান নিলে প্রতিমিনিট বিজ্ঞাপনে যে ষাট হাজার টাকা তার ওপর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ রেয়াত দেয়। আর অন্য সময় নিলে শতকরা সত্তর ভাগ রেয়াত দেয়। অন্য সময় মানুষ নিতে চায় না। তার মানেটাই হলো সাড়ে আটটা থেকে রাতের ইংরেজি সংবাদের আগ পর্যন্ত পিক আওয়ার এটাই বাস্তবতা।

২০০০ : কিন্তু বিটিভির রেট কার্ডে রয়েছে সন্ধ্যা সাতটা থেকে অধিবেশন চলা পর্যন্ত পিক আওয়ার। আমরা সাপ্তাহিক ২০০০-এর ২৬ জুলাই ২০০২ তারিখের প্রচ্ছদ কাহিনীতে বিটিভির রেটকার্ডের হিসাব অনুযায়ীই লিখেছিলাম মাহীর লাভ ১২ কোটি বিটিভি'র ক্ষতি দুই কোটি...

মাহী বি চৌধুরী : ভুলটা যেটা হয়েছে আপনারা বিটিভির রেট কার্ড দেখেছেন প্যাকেজ নীতিমালাটা দেখেননি। প্যাকেজ নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে বিটিভি একটা এসআরও দেয়। যার ভেতরে আলাদা আলাদা সময় নির্ধারণের বিষয়টি উল্লেখ আছে। এটা প্যাকেজ নীতিমালার ভিত্তিতেই দেয়া হয়। কোন সময় অনুষ্ঠান যাবে ঐ অনুষ্ঠানের রেট কি হবে, ভাড়া কি হবে এগুলো নীতিমালার ভিত্তিতে বিটিভি যে কোনো সময় পরিবর্তন করতে পারে।

২০০০ : বিটিভি'র রেট কার্ডের ভিত্তিতে আমরা টাকার অঙ্কের হিসাব দেখিয়েছিলাম।

মাহী বি চৌধুরী : স্পট বিজ্ঞাপনের মূল্যের হারের ওপর ভিত্তি করে আপনারা লিখেছিলেন। যখন প্যাকেজ অনুষ্ঠান আসে তখন প্যাকেজ নীতিমালা আসে। প্যাকেজ নীতিমালায় রেয়াতের আলাদা হার থাকে।

২০০০ : আসলে বিটিভির এই দুই ধরনের রেটের কারণেই হিসাবে গড়মিল হয়েছে...

মাহী বি চৌধুরী : সেটাও প্রতিবেদনে পরিচ্ছন্ন ছিল না। আপনারা মোট পাঁচ ঘন্টার হিসাব দিয়েছিলেন। মোট হিসাবটা হওয়ার কথা ছিল চার ঘন্টার। যার কারণে টাকার অঙ্কটা বেশি বেড়ে গিয়েছে। তবে আমি মনে করি, প্রথমবার আমার যখন ইন্টারভিউ নেয়া হলো তখন যদি এই বিষয়গুলো সরাসরি জিজ্ঞাসা করা হতো, আমি তখনই যদি উত্তর দিতে পারতাম তাহলে এই ভুলটি হবার সুযোগ থাকত না।

২০০০ : কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে আপনার সাক্ষাৎকার গ্রহণের পরে। যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছিল। আপনি ঢাকার বাইরে ছিলেন। যার জন্য যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।

মাহী বি চৌধুরী : যোগাযোগটা প্রয়োজন ছিল।

২০০০ : হিসাবের এই গড়মিলের কারণে আমরাও বিব্রত হয়েছি। পিক-অফপিকের সঠিক হিসাব ধরলে আপনি দায়মুক্ত থাকেন। আসলে বিটিভির দুই ধরনের রেটকার্ডের জন্য ভুল বুঝেছি আমরা এবং এটাই হিসাবের গড়মিলের কারণ। এই সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে নিশ্চয় সেটার অবসান হবে।

মাহী বি চৌধুরী : আমার কিছু বলার নেই। পুরো বিষয়টি আমি আপনাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। আপনারা যেটা ভালো মনে করেন সেটাই লিখবেন। তবে যার জন্য আমি দায়ি না, তার দায় আমার ওপর পরাও উচিত নয়।

২০০০ : যার জন্য যে দায়ি নয় তার জন্য তাকে দায়ি করাটা কখনোই আমাদের উদ্দেশ থাকে না। যাই হোক প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি। আপনি তো পড়াশোনা করেছেন বিদেশে। দেশে ফিরে এলেন কবে?

মাহী বি চৌধুরী : '৯৪ সালে আমি দেশে ফিরেছি। দেশে ফিরে আমাদের ক্লিনিকটাকে বেশি সময় দিতে চেষ্টা করি। তবে তখন থেকে আমি মিডিয়াতে টুকটাক কাজ করা শুরু করি। মূল ব্যবসা ক্লিনিক হলেও এন্টারটেইনমেন্ট রিপাবলিক আমার স্বপ্ন। আমেরিকা থেকে আসার পরপরই আমি এটা তৈরি করি। আমি এন্টারটেইনমেন্টের প্রতিটি জায়গাতেই যেতে চাই।

২০০০ : আপনার প্রতিটি জায়গাতে যাওয়ার বিষয়টিই মনে হয় আপনার জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে?

মাহী বি চৌধুরী : এন্টারটেইনমেন্ট সেক্টরে আমি কাজ করতাম। আমি ওয়ান্ডারল্যান্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। ওয়ান্ডারল্যান্ডের ডিজাইন ওয়ার্ক করতাম। বাংলাদেশ থেকে আমি প্রথম আইপিএ আন্তর্জাতিক সংগঠনের সম্মেলনে যাই। তখন ভারতেরও কেউ এর সদস্য ছিল না। তারপর ভারত সায়েন্স সিটি করল অথচ আমরা আর সেই সুযোগ পেলাম না। যে কারণে কিছুই করতে পারলাম না। পরে ওয়ান্ডারল্যান্ডের সঙ্গে কাজ করতাম। ডিজাইন এবং লে আউট চেঞ্জ করলাম। প্রথমে ওয়ান্ডারল্যান্ডের যে অবস্থা ছিল এখন তার অনেক পরিবর্তন এসেছে।

এখানে আমাদের ইআর মিডিয়ার অবদান আছে। পরবর্তীতে আমরা ঢাকা সিটির বাইরে শিশুরা যেন ওয়ান্ডারল্যান্ড দেখতে পারে সেজন্য মোবাইল ওয়ান্ডারল্যান্ডের ব্যবস্থা করেছিলাম। প্রথমে কুমিল্লাতে গিয়েছিলাম। তবে পরবর্তীতে নানা কারণে একটু সরে এলাম।

২০০০ : তাহলে ওয়ান্ডারল্যান্ডের মালিকদের মধ্যে কি আপনিও একজন?

মাহী বি চৌধুরী : ওয়ান্ডারল্যান্ডের মালিকানা আমার নেই। তবে সেখানে আমার কিছু খেলনা রয়েছে তা থেকে আমি কিছু টাকা-পয়সা পাই। আমি ওদের কনসালটেন্ট হিসেবেই মূলত কাজ করেছি।

২০০০ : সব কিছু করতে চাওয়ার অংশ হিসেবেই কী বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় আওয়ামী লীগ এমপি আসাদুজ্জামান নূরের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করেন? এই ব্যবসার কারণেও আপনি আলোচিত হয়েছেন।

মাহী বি চৌধুরী : বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে মা নামের একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান বিশ্বকাপ ফুটবলের কপি রাইটটা পেয়েছিল। প্রাথমিকভাবে বলা হলো মার্কেটিংয়ের জন্য তাদের সঙ্গে যোগ দিতে। আমরা যেন কিছু মার্কেটিং ওদের যোগাড় করে দিতে পারি। ওরা ব্যবসায়িক চুক্তির কথা বললে আমরা বললাম এভাবে আমরা যাব না। মা প্রতিষ্ঠান টেলিভিশনকে অফার দিল ওরা এতো টাকায় বিশ্বকাপের কপিরাইট টিভির কাছে বিক্রি করতে চায়। বিটিভি সে প্রস্তাবে রাজি হলো না। পরবর্তীতে আমরা মা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। একটা জিনিস তাদের কাছ থেকে কিনে নিলাম। মা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এশিয়াটিকের অনেকগুলো ডিরেক্টরের একজন আসাদুজ্জামান নূর। এশিয়াটিক ছাড়াও আর্ডেন্ট, মাত্রা ছিল। এশিয়াটিক থেকে আমরা কিনে নিই। কিনে নিলেও কিন্তু লিগ্যাল কারণে কপিরাইটটা আমাদের নামে তারা দিতে পারছিল না। যদি তখন আমি কপিরাইট পাই, আমার নামে কপিরাইট ট্র্যান্সফার করা গেলে শেষ পর্যন্ত আসাদুজ্জামান নূরের সঙ্গে একত্রিত ব্যবসার কথাই আসত না। যদিও আমরা কিনে নিয়েছি পেপার ওয়ার্কের কারণে নামটা একসঙ্গে গিয়েছে।

২০০০ : রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে আসি। বিগত সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহার, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ জনগণ দেখেছে। কিন্তু আপনাদের সরকারের আট নয় মাসেও তো সন্ত্রাস বাড়ছেই।

মাহী বি চৌধুরী : সন্ত্রাসের ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে সন্তুষ্ট নই। তবে আমি সন্ত্রাসকে দুই ভাগে ভাগ করতে চাই। একটা রাজনৈতিক সন্ত্রাস, অন্যটি সামাজিক সন্ত্রাস। আওয়ামী লীগের আমলে যে ভিআইপি সন্ত্রাস বলে কথাটা ছিল, সেটা আমাদের আমলে নাই, তা স্বীকার করতে হবে। মন্ত্রী, মন্ত্রীপুত্র, এমপি তাদের অত্যাচার এখন আর নাই। সেদিক থেকে আমরা এগুতে পেরেছি। সামাজিক সন্ত্রাস এখনও আমরা কমাতে পারিনি। সামাজিক সন্ত্রাস একদিনে কমানো সম্ভব নয়। সরকারের একার পক্ষেও সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজন, এখানে সবার দায়িত্ব রয়েছে।

২০০০ : গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কিছু কিছু এলাকার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সারা দেশের মানুষ দেখেছে। আপনারাও দেখেছেন। এখন কি অবস্থায় রয়েছে সেই অঞ্চলগুলো?

মাহী বি চৌধুরী : যারা সেই এলাকায় সংসদ সদস্য, আসলে তাদেরই জানার কথা। পরিস্থিতির ডিটেল তথ্য আমার কাছে থাকার কথা নয়। বর্তমানে খুব বেশি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ঐ এলাকায় হচ্ছে, পত্রিকাতেও তেমনভাবে কিছু দেখছি না। তবে কিছু সন্ত্রাস হচ্ছে এটা ঠিক। ফেনিতে হয়তো রাজনীতিক জয়নাল হাজারী নেই। তবে অনেক সামাজিক জয়নাল হাজারী তৈরি হয়ে গেছে। সেগুলো বন্ধ করতে আমাদের সময় লাগবে।

২০০০ : নারায়ণগঞ্জের কথা ধরুন সেখানে শামীম ওসমান নেই। অথচ এখনও সন্ত্রাস হচ্ছে। আপনাদের সন্ত্রাসী জাকির খান সন্ত্রাসী কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছে।

মাহী বি চৌধুরী : আমার দল মনে করে, সন্ত্রাস করলে জনগণ পছন্দ করে না। সন্ত্রাস বন্ধের জন্য যে সদইচ্ছা, তা আমাদের সরকারের আছে। তবে আমি মনে করি, আর এক-দেড় বছরের মধ্যে আমরা এগুলো নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে তখন অবশ্যই প্রশ্নের সম্মুখীন হব। তবে এটাও ঠিক, দুই-আড়াই বছর পার হয়ে গেলে তখন আর কথা বলার সুযোগ থাকবে না। তবে আমাদের সদিচ্ছা আছে। আমরা সফল হবো। সদিচ্ছার প্রমাণ একজন প্রতিমন্ত্রীর পুত্রের ব্যাপারে অভিযোগ প্রমাণিত হবার আগেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। একজন এমপিকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

২০০০ : আপনারা যারা বিএনপি'র তরুণ সংসদ সদস্য, তারা ছাত্ররাজনীতিকে কিভাবে দেখছেন?

মাহী বি চৌধুরী : ছাত্ররাজনীতি অর্থ হচ্ছে, যে রাজনীতি শুধু ছাত্রদের নিয়ে। সেক্ষেত্রে আমাদের ছাত্ররাজনীতি ছাত্র জীবন নিয়ে, লেখা-পড়া আর ক্যাম্পাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবতা তা নয়। ছাত্ররাজনীতি জাতীয় রাজনীতির পর্যায়ে উত্তীর্ণ। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার পক্ষে আমি কখনও নাই। বাংলাদেশের বাস্তবতায় ছাত্র রাজনীতিকে ছাত্রদের মধ্যে রাখা উচিত।

২০০০ : আপনি যে বললেন বাংলাদেশের বাস্তবতা। বাংলাদেশের বাস্তবতায় যে রাজনীতি চলছে এ থেকে ছাত্রদলকে বিএনপি থেকে আলাদা করা কী সম্ভব?

মাহী বি চৌধুরী : ব্যক্তিগতভাবে আমি ওয়ার্ড ছাত্রদল, থানা ছাত্রদল, ইউনিয়ন ছাত্রদল এই বিষয়টি সাপোর্ট করি না। যেখানে ক্যাম্পাস সেখানে ছাত্রদল থাকবে। শুধু ক্যাম্পাসভিত্তিক, শিক্ষাঙ্গন ভিত্তিক যদি ছাত্রদল গঠিত হতো তাহলে বাইরের অছাত্রদের ছাত্ররাজনীতিতে প্রবেশ করার সুযোগটা থাকতো না।

২০০০ : আপনি বলছেন ক্যাম্পাস কেন্দ্রিক ছাত্রবিষয়ক রাজনীতিই ছাত্ররাজনীতি।

মাহী বি চৌধুরী : আমি নিউইয়র্ক কমিউনিটি কলেজের একজন ছাত্রদের কমিশনার ছিলাম। ১৭ হাজার ছাত্রের ভোটে নির্বাচিত হই। আমার বাবা আমার নির্বাচন করতে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। এক বছর ছাত্র সংগঠনের কমিশনার ছিলাম। আমার কাছে প্রায় সাড়ে তিন মিলিয়ন ডলারের বাজেট ছিল। এই পরিমাণ টাকা খরচ করতে হয় একজন ছাত্র প্রতিনিধিকে। আমি সেখানে সব ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধা দেখেছি, বিনিময়ে তারা যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছে।

২০০০ : ছাত্ররাজনীতি নিয়ে যে কথাগুলো বললেন, এ ব্যাপারে আপনার করণীয় কি বলে মনে করেন?

মাহী বি চৌধুরী : এ কথাগুলো আমার নেতৃবৃন্দকে বলার আছে। আমি তাদেরকে বলতে পারি ছাত্ররাজনীতিকে এভাবে পরিচ্ছন্ন করা যায়। আমার পক্ষ থেকে দলকে উপদেশ দিতে পারি।

২০০০ : যে দল ক্ষমতায় আসে তারা বিরোধী দলকে এক রাতে হল থেকে বের করে দেয়। এ চিত্রটিকে কিভাবে দেখবেন?

মাহী বি চৌধুরী : যে পিটিয়ে বের করে, সে জানে তার প্রতিফল কি হতে পারে। যার জন্য সে আগেই ভেগে যায়। এই রাজনীতির ধারা অবশ্যই পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

২০০০ : কোনো দল ক্ষমতায় আসার পর বিরোধীদলের ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে মামলা করাটা কালচারে পরিণত হয়েছে। বিষয়টি কোন দৃষ্টিতে দেখবেন?

মাহী বি চৌধুরী : কেননা, ছাত্র সংগঠনের নামে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বেশি হয়। সরকার সব সময় চেষ্টা করবে যে যাতে করে দেশের পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সন্ত্রাসীদেরকে উস্কানি দেয়ার কাজটা বিরোধী ছাত্রদলগুলো এখন করছে। তবে রাজনীতি পরিচ্ছন্ন হলে এ জিনিসগুলো কখনই ঘটতো না।

২০০০ : বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না আপনাদের সরকার।

মাহী বি চৌধুরী : নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না তা বলব না। তবে দ্রব্যমূল্য যে কিছুটা বৃদ্ধি

পায়নি সেটাও না। কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পরপর একটা বন্যা হলো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পেছনে যে যুক্তিসঙ্গত কারণ আর্থনীতিবিদরা দেখিয়েছেন, আমার মনে হয় তার ব্যাখ্যা অর্থনীতিবিদরাই ভালো দিতে পারবেন।

২০০০ : চাল উৎপাদনে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে চালের মূল্য বাড়ার কারণ কি বলে মনে করেন?

মাহী বি চৌধুরী : খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ কথাটি কিন্তু আমি এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করি না। তবে চালে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাও দাম বেড়েছে, এটা ওপেন মার্কেট তো। অনেক সময় চাহিদা বেশি থাকলে মূল্য বৃদ্ধি হতে পারে। অবশ্যই আমি মূল্য বৃদ্ধিকে সমর্থন করছি না। আয় বৃদ্ধি না করে মূল্য বৃদ্ধি করাটা উচিত নয়। আমার কাছে মনে হয়েছে বিষয়টি সাময়িক।

২০০০ : বর্তমান সরকারের সবচেয়ে আলোচিত একটি বিষয় হলো গম কেলেঙ্কারি। এই বিষয়টিকে কিভাবে দেখবেন?

মাহী বি চৌধুরী : তদন্ত কমিটির পুরোপুরি রিপোর্ট প্রকাশিত হবার আগে এ বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করা উচিত হবে না।

২০০০ : আপনি মাঝখানে বলেছিলেন সব কিছু আপনার জীবনে হঠাৎ হয়েছে। রাজনীতিতে জড়িয়েছেন কি শুধুমাত্র বি চৌধুরীর ছেলে হিসেবে, না আগে থেকেই স্বপ্ন ছিলো?

মাহী বি চৌধুরী : রাজনীতি করার ইচ্ছা আমার সব সময় ছিলো। রাজনীতির ইচ্ছে সব সময় ছিলো বলেই বিদেশে যখন পড়াশোনা করতাম সেখানেও রাজনীতি করেছি। রাজনীতি আসলে আমাদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে। আমার এলাকার মানুষের কিছু আশা আছে আমাদের কাছে। তাদের জন্যই হয়তো রাজনীতিতে আসা। ত্বরিতগতিতে যেটা বলছেন সেই বিষয়টি হলো সংসদ সদস্য একটু তাড়াতাড়িই হয়েছি।

২০০০ : তাহলে কি এখন মনে হচ্ছে একটু তাড়াতাড়িই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন?

মাহী বি চৌধুরী : রাজনীতিতে না এলে রাজনীতি শেখা যায় না। রাজনীতি জটিল হলেও আমার মনে হয় রাজনীতি করতে করতে শিখবো। তবে এতোই জটিল নয় যে তা শেখা যাবে না।

২০০০ : আপনার এলাকার জন্য কিছু করার চিন্তা-ভাবনা আছে কি?

মাহী বি চৌধুরী : আমি এখনই বেশি কিছু বলতে চাই না। আমি আমার ছাত্রদল, যুবদল সবাইকে দিয়ে আলাদা কিছু কাজ করাতে যাচ্ছি। আমি যুবদলকে দায়িত্ব দেবো আমার এলাকায় যতোগুলো শিশু আছে তাদের কৃমিমুক্ত করার। এমনিতেই সেই শিশুদের ফুড ভেল্যু কম তারা যা খায় তার অর্ধেক কৃমি খেয়ে নেয়। যার কারণে কৃমিমুক্ত করা আমার দায়িত্ব। আগামী ডিসেম্বরে আমার বিশ ইউনিয়নের ছাত্রদল, যুবদল এদেরকে নিয়ে একটি ক্যাম্পিং করবো। তাঁবুতে থাকবো। এতে টিম ওয়ার্ক হয়, তথ্যের আদান-প্রদান হয়, চিন্তা-ভাবনার বিকাশ ঘটে। এতে আমরা দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারব বলে আশা করি। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী দর্শনটাকে তাদের বুঝিয়ে দেয়া, বিএনপির রাজনীতির পার্থক্যটা বুঝিয়ে দেয়া এই সমস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে আমি কিছু ভিন্ন ধরনের কর্মসূচি দিতে যাচ্ছি। কিন্তু দল সংগঠিত করার ব্যাপারে তারেক রহমান যে ফর্মুলা দিয়েছেন সেই ফর্মুলাতেই দল সংগঠিত করছি।

২০০০ : আপনার এলাকায় আপনি পরিকল্পনা করেছেন। আপনি যখন ছাত্র ছিলেন তখন কি আপনার বাবার মাধ্যমে এ ধরনের কর্মসূচি নিয়েছিলেন?

মাহী বি চৌধুরী : হ্যাঁ, অনেকবার নিয়েছি। ’৯২ সালে আমি যখন দেশে বেড়াতে এসেছিলাম তখন আমি কর্মসূচি পালন করেছিলাম আমার ইউনিয়নে। পরবর্তীতেও করেছি।

২০০০ : আপনার বাবা ছিলেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ আর আপনি নবীন রাজনীতিবিদ। আপনাদের মধ্যে রাজনীতি নিয়ে কোনো আলোচনায় কখনও কি মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে?

মাহী বি চৌধুরী : আমার বাবার সঙ্গে আমার কখনও মতভেদ হয়নি। বাবার মাথা ঠান্ডা। তিনি সঠিক কোনো কিছু করতে গিয়ে বাধায় পড়লে বলেন ঠিক আছে, বাধা যখন এসেছে তখন থাক। তারপরও বাবাকে যেহেতু সব সময় আদর্শ মনে করেছি জীবনের তাই তেমন বাধা হয়নি।

২০০০ : ব্যবসার অভিযোগ দিয়ে শুরু করেছিলাম। আবার সেই প্রসঙ্গেই আসি। ব্যবসায় এলেন এখন ব্যবসা কেমন চলছে। বিশেষ একটা দলের সদস্য হবার কারণে আপনি সুবিধা না অসুবিধা কোনটি পাচ্ছেন?

মাহী বি চৌধুরী : রাজনীতির কারণে আমার কোনো সুবিধাও হচ্ছে না আবার অসুবিধাও হচ্ছে না। আমি আগে যেখানে ছিলাম এখনও সেখানেই আছি। আমি মনে করি রাজনীতিকে আমার ব্যবসার সঙ্গে না জড়ানোই ভালো।

২০০০ : আপনার কিছু অনুষ্ঠানের নাম দেখি টিভি গাইডে। তবে প্রচার হচ্ছে না। অনুষ্ঠান কি বানাতে পারেননি? নাকি বিজ্ঞাপন পাননি?

মাহী বি চৌধুরী : অনুষ্ঠান তৈরি করেছি। বিজ্ঞাপন পাইনি এটাও ঠিক নয়। কিছু কিছু বিজ্ঞাপন পাচ্ছি। তবে অনুষ্ঠানগুলো সম্পর্কে বিটিভি এখনও আমাকে সরাসরি কিছু বলেনি। গাইডে নাম আছে যদিও, তারা হয়তো মনে করছে আমার চেয়ে অনেক ভালো অনুষ্ঠান তাদের কাছে এসেছে। যার কারণে আমার অনুষ্ঠান চালাচ্ছে না। কেন চালাচ্ছে না এমন কিছু কাগজপত্র আমি পাইনি। তবে টিভি গাইডে নাম দেখেছি।

২০০০ : তাহলে টিভি গাইডে নামটা কিভাবে আসে?

মাহী বি চৌধুরী : বিটিভি অনুষ্ঠান দেখেই গাইডে নাম দেয়।

২০০০ : তার মানে ব্যবসায় আপনি ভালো নেই?

মাহী বি চৌধুরী : ব্যবসায় খুব একটা খারাপ অবস্থায় আছি সেটাও তো বলতে পারবো না। কারণ আনন্দঘন্টা তো চলছে, চলুক। বাংলাদেশে শত শত প্যাকেজ নির্মাতা আছেন তারা অনুষ্ঠান বানিয়ে বছরের পর বছর বসে আছে। আমি না হয় দুই মাস বসে থাকলাম।

২০০০ : বিটিভি গাইডে নাম আছে অথচ অনুষ্ঠান যাচ্ছে না। এমন ঘটনা তো আগে ঘটেনি। এর পেছনে কী রাজনৈতিক কোনো কারণ আছে বলে মনে করেছেন?

মাহী বি চৌধুরী : এমন ঘটনা কখনও শুনিনি। আসলে এর পেছনে কোনো রাজনৈতিক কারণ আছে কি না আমি জানি না। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এতে রাজনৈতিক কোনো কারণ থাকার কথা নয়।

২০০০ : শোনা যায় আপনি রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা অবস্থায় আছেন?

মাহী বি চৌধুরী : রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা নয়। মানসিকভাবে কিছুটা বিপর্যয়ে আছি। এর কারণ আমরা ২৫ বছর বিএনপির সঙ্গে জড়িত। আমরা কখনও মনে করি না আমরা বিএনপি করি। মনে করি আমরাই বিএনপি। এমন অবস্থায় যদি বাবাকে রাজনীতি থেকে, দায়িত্ব পালন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে হয়, তবে মানসিকভাবে খারাপ থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে রাজনৈতিকভাবে আমার পরিবারের কোণঠাসা হবার কোনো সুযোগ নেই।

২০০০ : বিএনপি যদি আবার দায়িত্ব দেয় তবে নেবেন কি না সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে পর পর পাঁচবার বলেছিলেন ‘নো, থ্যাংকস’। আপনারও কী বিএনপি’র রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে?

মাহী বি চৌধুরী : রাজনীতি স্রোতের মতো। সে যেতে যেতে গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে। রাজনীতি থেকে সরে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। বিএনপি থেকে সরে যাওয়াটা কি সম্ভব? আমিই তো বিএনপি। বিএনপি থেকে সরে যাওয়ার সুযোগই তো নেই।